বিভিন্ন প্রকার বচনের বিরোধিতার পারস্পরিক সম্বন্ধ

বিপরীত ও বিরুদ্ধ বিরোধিতার মধ্যে পার্থক্য

প্রথমতঃ যে দুটি বচনের মধ্যে বিপরীত বিরোধিতার সম্বন্ধ বর্তমান, সে দুটি বচন হল সামান্য অর্থাৎ A ও E বচন।

অপরপক্ষে, যে দুটি বচনের মধ্যে বিরুদ্ধ বিরোধিতার সম্বন্ধ বর্তমান, সে দুটি বচন হল সামান্য ও বিশেষ যথা- A ও I বচন, এবং E ও O বচন।

দ্বিতীয়তঃ বিপরীত বিরোধী বচন দুটির মধ্যে গুণগত পার্থক্য থাকে অর্থাৎ একটি সামান্য সদর্থক হলে অপর বচনটি হয় সামান্য নঞর্থক।

অপরপক্ষে, বিরুদ্ধ বিরোধী বচন দুটির মধ্যে গুণগত ও পরিমাণগত পার্থক্য থাকে। তাই একটি বচন সামান্য সদর্থক (A) হলে তার বিরুদ্ধ বচনটি বিশেষ নঞর্থক (O) বচন হবে; এবং বচনটি সামান্য নঞর্থক (E) হলে তার বিরুদ্ধ বচনটি বিশেষ সদর্থক (I) হবে।

তৃতীয়তঃ যে দুটি বচনের মধ্যে বিপরীত বিরোধিতার সম্বন্ধ বর্তমান, তারা একই সঙ্গে সত্য হতে পারে না কিন্তু মিথ্যা হতে পারে ; অর্থাৎ একটি সত্য হলে অপরটি অবশ্যই মিথ্যা হয় এবং একটি মিথ্যা হলে তার বিপরীত বিরোধী বচনটি অবশ্যই সংশয়াত্মক হয়।

অপরপক্ষে, বিরুদ্ধ বিরোধী বচনদ্বয় একই সঙ্গে সত্য হতে পারে না, আবার তারা একই সঙ্গে মিথ্যা হতে পারে না; অর্থাৎ বিরুদ্ধ বিরোধিতার সম্বন্ধ বর্তমান এমন দুটি বচনের মধ্যে একটি সত্য হলে অপরটি অবশ্যই মিথ্যা হয় এবং একটি মিথ্যা হলে তার বিরুদ্ধ বচনটি অবশ্যই সত্য হয়।

বিপরীত ও অধীন বিপরীত বিরোধিতার মধ্যে পার্থক্য লেখ

যখন দুটি সামান্য নিরপেক্ষ বচনের একই উদ্দেশ্য ও একই বিধেয় থাকা স্বত্বেও যখন দুটির মধ্যে গুণগত পার্থক্য থাকে তখন বচন দুটির পারস্পরিক সম্বন্ধকে বলে বিপরীত বিরোধিতা। যেমন,

সকল বালক হয় চতুর(A)

কোন বালক নয় চতুর (E)

– এই বচন দুটির মধ্যে উদ্দেশ্য পদ ‘বালক’ ও বিধেয় পদ ‘চতুর’ একই হলেও প্রথমটি সামান্য সদর্থক, অপরটি সামান্য নর্ংথক হওয়ায় এদের সম্বন্ধকে বলে বিপরীত বিরোধিতার সম্বন্ধ বর্তমান।

অপরপক্ষে, যখন দুটি আদর্শ আকারের বিশেষ নিরপেক্ষ বচনের একই উদ্দেশ্য ও একই বিধেয় থাকা স্বত্বেও যখন দুটির মধ্যে গুণগত পার্থক্য থাকে তখন বচন দুটির পারস্পরিক সম্বন্ধকে বলে অধীন বিপরীত বিরোধিতা। যেমন,

কোন কোন হাঁস হয় সাদা(I)

কোন কোন হাঁস নয় সাদা (O)

– এই বচন দুটির মধ্যে উদ্দেশ্য পদ 'হাঁস' ও বিধেয় পদ 'সাদা' একই হলেও প্রথমটি বিশেষ সদর্থক, অপরটি বিশেষ নংর্থক হওয়ায় এদের সম্বন্ধকে বলে অধীন বিপরীত বিরোধিতার সম্বন্ধ বর্তমান।

উপরিউক্ত সংজ্ঞার ভিত্তিতে বিপরীত বিরোধিতা ও অধীন বিপরীত বিরোধিতার মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্য বর্তমান।

প্রথমতঃ বিপরীত বিরোধিতার সম্পর্কে আবদ্ধ দুটি বচন হল সামান্য (A, E)

অপরপক্ষে, অধীন বিপরীত বিরোধিতার সম্পর্কে আবদ্ধ দুটি বচন হল বিশেষ (I, O)।

দ্বিতীয়তঃ বিপরীত বিরোধিতার সম্পর্কে আবদ্ধ দুটি সামান্য বচনের মধ্যে গুণগত পার্থক্য থাকে।

অপরপক্ষে, অধীন বিপরীত বিরোধিতার সম্পর্কে বিশেষ বচনের মধ্যে গুণগত পার্থক্য থাকে।

তৃতীয়তঃ বিপরীত বিরোধিতার সম্পর্কে আবদ্ধ দুটি বচন একই সঙ্গে সত্য হতে পারে না,

অপরপক্ষে, অধীন বিপরীত বিরোধিতার সম্পর্কে আবদ্ধ দুটি বচন এক সঙ্গে সত্য হতে পারে।

চতুর্থতঃ বিপরীত বিরোধিতার সম্পর্কে আবদ্ধ দুটি বচন মিথ্যা হতে পারে,

অপরপক্ষে, অধীন বিপরীত বিরোধিতার সম্পর্কে আবদ্ধ দুটি বচন এক সঙ্গে মিথ্যা হতে পারে না।

অসম বিরোধিতা ও বিরুদ্ধ বিরোধিতার মধ্যে পার্থক্য

প্রথমতঃ যে দুটি বচনের মধ্যে অসম বিরোধিতার সম্বন্ধ বর্তমান তাদের মধ্যে গুণগত অভিন্নতা থাকলেও পরিমাণগত পার্থক্য থাকে। A-I এবং E-O বচনের মধ্যে এই সম্বন্ধ থাকে।

অপরপক্ষে, যে দুটি বচনের মধ্যে বিরুদ্ধ বিরোধিতার সম্বন্ধ বর্তমান তাদের মধ্যে গুণগত ও পরিমাণগত পার্থক্য থাকে। A- O এবং E- I বচনের মধ্যে এই সম্বন্ধ থাকে।

দ্বিতীয়তঃ অসম বিরোধিতার সম্বন্ধে আবদ্ধ বচনদ্বয়ের সত্যতা ও মিথ্যাত্ব সম্পর্কে বলা হয় যে, সামান্য বচন সত্য হলে বিশেষ বচন সত্য হবে; কিন্তু বিশেষ বচন সত্য হলে সামান্য বচন হবে সংশয়াত্মক। আবার, বিশেষ বচন মিথ্যা হলে সামান্য বচন মিথ্যা হয়। কিন্তু, সামান্য বচন মিথ্যা হলে বিশেষ বচন হবে সংশয়াত্মক।

অপরপক্ষে, বিরুদ্ধ বিরোধিতার সম্বন্ধ বর্তমান এমন দুটি বচনের মধ্যে একটি সত্য হলে অপরটি অবশ্যই মিথ্যা হয় এবং একটি বচন মিথ্যা হলে তার বিরুদ্ধ বচনটি অবশ্যই সত্য হয়। এককথায়, বিরুদ্ধ বিরোধী বচনদ্বয় একই সঙ্গে সত্য হতে পারে না, আবার তারা একই সঙ্গে মিথ্যা হতে পারে না।

অসম বিরোধিতা কি প্রকৃত বিরোধিতা?

কোন কোন যুক্তি বিজ্ঞানী অসম বিরোধিতা প্রকৃত বিরোধিতা বলে স্বীকার করেন না। কেননা তাদের মতে,

১) অসম বিরোধিতা দুটি বচনের ক্ষেত্রে গুণের কোন পার্থক্য থাকে না। কিন্তু বিরোধিতার ক্ষেত্রে গুণের কোন পার্থক্য থাকা আবশ্যক।

২) অসম বিরোধিতায় দুটি বচন এক সঙ্গে সত্য বা মিথ্যা হতে পারে। কিন্তু বিরোধিতার নিয়ম অনুসারে দুটি বচন এক সঙ্গে সত্য বা মিথ্যা হতে পারে না।

৩) অসম বিরোধিতায় দুটি বচনের মধ্যে কোন স্বাতন্ত্র্য থাকে না। এখানে অনুবর্তী বিশেষ বচনটি অতিবর্তী সার্বিক বচনের অন্তর্গত। অর্থাৎ বিশেষ বচনটি সার্বিক বচনের সীমিত প্রকাশ।

অবশ্য কোন কোন তর্ক বিজ্ঞানী অসম বিরোধিতাকে প্রকৃত বিরোধিতা বলেছেন। তাদের মতে, বিরোধিতা হল আকারনিষ্ঠ যুক্তিবিজ্ঞানের বিষয়। তাই বচনের আকার গঠনের ক্ষেত্রে গুণ ও পরিমাণ উভয়েরই দরকার। দুটি বচনের মধ্যে যদি গুণের পার্থক্যকে বিরোধিতা বলা যায়, তাহলে পরিমাণের পার্থক্যকেও বিরোধিতা বলা চলে। যেহেতু অসম বিরোধিতার ক্ষেত্রে অতিবর্তী ও অনুবর্তী বচনের মধ্যে পরিমাণের পার্থক্য রয়েছে, সেহেতু এই পার্থক্য অবশ্যই গ্রহণ যোগ্য। তাছাড়া অসম বিরোধিতায় অতিবর্তী বচনটি মিথ্যা হলে তার অনুবর্তী বচনটি সত্য হতে পারে। যেমন, 'সকল মানুষ হয় স্বার্থপর ব্যক্তি' এই বচনটি মিথ্যা হলে এর অনুরূপ অনুবর্তী বচন 'কোন কোন মানুষ হয় স্বার্থপর ব্যক্তি' এটি সত্য হতেও পারে। কাজেই অসম বিরোধিতায় বিরোধিতার লক্ষণটি বাধিত হয়নি। তাই অন্যান্য বিরোধিতার মতো অসম বিরোধিতা হল যথার্থ বিরোধিতা - এ কথা স্বীকার করা হয়।

.....